সংক্ষিপ্ত
হজ্জ নির্দেশিকা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
• ভূমিকা	১
• সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন	২
• বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন	৩
• খরচের খাত	৩-৪
• হাজীদের প্রদত্ত সরকারি সুবিধাসমূহ	৫
• স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৫
• পুলিশ ছাড়পত্র	৬
• প্রশিক্ষণ	৮
• হজ্জ যাত্রীদের করণীয়	৯
ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে	৯
যে সকল জিনিস সাথে নিতে হবে	১৩

	পৃষ্ঠা
জেদ্দা বিমান বন্দর	১৬
মক্কা/মদিনা	১৯
মিনা/আরাফাত	২৩
দেশে ফেরার পথে	২৭
• ওমরার জন্য করণীয়	২৯
• এহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম	২৯
• ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ	৩১
• সায়ী করার নিয়ম	৩৬
• হজ্জের জন্য করণীয়	৩৯
• বিদায়ী তাওয়াফ	৪৬
• মসজিদে নববী যিয়ারত	৪৭
• যিয়ারতের নিয়ম	৪৭-৪৮
• যিয়ারতের সময় যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ	৪৮-৪৯
• গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর	৫০

সংক্ষিপ্ত

হজ্জ নির্দেশিকা

ভূমিকা ঃ

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ। শারীরিক এবং আর্থিক দিক থেকে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। হজ্জের বিভিন্ন আরকান আহ্‌কাম সম্পাদনের জন্য শারীরিক সামর্থ্য অপরিহার্য। অধিক বয়সের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে হজ্জ পালন করা শ্রেয়ঃ। হজ্জ করার নিয়ত করার পরে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। সরকারি ও

বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন করা যায়। হজ্জ প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক আনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু ধারণা দেয়া হল ঃ—

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন

সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটিমাত্র ক্যাটাগরীতে আগ্রহী ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করতে পারেন। সরকার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় টাকা একত্রে জমা দিতে হয়। টাকা জমা দেয়ার পর নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ঘোষিত তারিখের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দিতে হয়।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ সম্পাদন

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা হজ্জ সম্পাদন করবেন, তারা সরকার অনুমোদিত হজ্জ এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দিবেন। খরচের হিসাব এবং কি কি সুবিধা এজেন্সি দিবে সে সম্পর্কে হজ্জ অফিস হতে সরবরাহকৃত চুক্তিনামা অবশ্যই সম্পাদন করবেন। সরকার অনুমোদিত নয় এমন কোন এজেন্সি বা কাফেলাকে টাকা দিলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হজ্জের খরচের খাতসমূহ

ক্রমিক নং	খরচের খাত
১	এম্বারকেশন ফি
২	ভ্রমণ কর

৩	ইনসিওরেন্স ও সারচার্জ
৪	সার্ভিস চার্জ (ব্যাজকার্ড, পুস্তিকা, কব্জিবেল্ট)।
৫	মোয়াল্লেম ফি
৬	আপৎকালীন ফান্ড
৭	মক্কা ও মদিনা শরীফের বাড়ী ভাড়া।
৮	হজ্জযাত্রীদের সৌদিআরবে অবস্থান-কালীন খাওয়া-দাওয়া, কুরবানী ও অন্যান্য খরচ।

উপরে বর্ণিত খরচের খাতসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জগমনেচ্ছু যাত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে বাড়ীভাড়া ও খাওয়া খরচের মধ্যে কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

হাজীদের প্রদত্ত সরকারি সুবিধাসমূহ

- বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন প্রদান।
- জেদ্দা বিমানবন্দর, মক্কা এবং মদিনায় চিকিৎসা সুবিধা এবং বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান।
- মক্কা এবং মদিনা হজ্জ মিশনের মাধ্যমে হাজীদের যে কোন সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে স্ব-স্ব জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক গঠিত (যে সমস্ত জেলায় মেডিকেল কলেজ অবস্থিত সেখানে মেডিকেল কলেজের পরিচালক কর্তৃক গঠিত) মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে

একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, মেনিনজাইটিস ইনজেকশন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। জেলা পর্যায়ে মেনিনজাইটিস ভ্যাকসিন না থাকলে হজ্জ ক্যাম্পে রিপোর্ট করার পর হজ্জ ক্যাম্পে মেডিকেল বোর্ডের নিকট থেকে ইনজেকশন গ্রহণ করা যাবে। স্বাস্থ্যসনদ (Medical Certificate) ছাড়া কেউ হজ্জে যেতে পারবেন না।

পুলিশ ছাড়পত্র

সৌদি কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক হজ্জ যাত্রীগণের হজ্জে যাওয়ার প্রাক্কালে পুলিশ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনার

হাজীদের জন্য জেলা প্রশাসকগণ পুলিশ সুপারের নিকট ছাড়পত্রের জন্য হজ্জযাত্রীদের তালিকা প্রেরণ করলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে অথবা বিশেষ দূত মারফত সরাসরি ঢাকাস্থ হজ্জ অফিসে ছাড়পত্র প্রেরণ করেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা হজ্জে গমন করেন তাদের তালিকা স্ব-স্ব হজ্জ এজেন্সি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে হজ্জ অফিস ঢাকাতে পেশ করবে। হজ্জ অফিস ঢাকা উক্ত তালিকাসমূহ হজ্জ ক্যাম্পে স্থাপিত পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ পূর্বক ছাড়পত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রশিক্ষণ ঃ

হজ্জে গমনেচ্ছুদের নাম তালিকাভুক্তির পর ১ম পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা/ বিভাগীয় অফিস সুবিধামত সময়ে হজ্জ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। ২য় পর্যায়ে হজ্জ যাত্রার ৩ দিন পূর্বে হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থানকালে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা হজ্জ বিষয়ক নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া হজ্জ বিষয়ক কোন তথ্য জানার জন্য যে কোন সময় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ্জ অফিস এবং জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিসে যোগাযোগ করা যাবে।

হজ্জযাত্রীদের করণীয়

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে

- হজ্জ অফিস থেকে প্রেরিত অনুমতিপত্রে নির্ধারিত তারিখে সকাল ১০ টার মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীবৃন্দ হজ্জ ক্যাম্পে রিপোর্ট করবেন ;

- বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীবৃন্দ সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সীর ধার্য তারিখে হজ্জ ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট যাচাই করাবেন এবং এজেন্সীর পরামর্শক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হজ্জ ক্যাম্পে রিপোর্ট করার সময় সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীকে হজ্জে গমনের

অনুমতিপত্র, ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার ডুপ্লিকেট রশিদ, মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগে আনতে হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সির পরামর্শমত অন্যান্য কাগজপত্র সংগে আনতে হবে ;

- হজ্জ ক্যাম্পের ডরমেটরীতে শুধুমাত্র হজ্জ-যাত্রীদের অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়। অতএব হজ্জযাত্রীবৃন্দ কোন অবস্থাতেই আত্মীয়-স্বজন সাথে আনবেন না। তবে নীচ তলায় বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজের জন্য আত্মীয়-স্বজন সহযোগিতা করতে পারেন। এক্ষেত্রে হজ্জ ক্যাম্পে পর্যাপ্ত

সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক হজ্জযাত্রীদের সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত থাকেন ;

- হজ্জ ক্যাম্পে ধূমপান নিষিদ্ধ। হজ্জযাত্রীদের নির্ধারিত মূল্যে খাবার সরবরাহের জন্য হজ্জ ক্যাম্পে ৩টি ক্যান্টিন রাতদিন খোলা থাকে। বাইরে থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য আনার প্রয়োজন নেই ;

- সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জযাত্রীদের সৌদি আরবে খাওয়া খরচ এবং কোরবানীর টাকা হজ্জ ক্যাম্পের বিভিন্ন ব্যাংক বুথ থেকে নগদ সৌদি রিয়ালে ও মার্কিন ডলারে অথবা উভয় মুদ্রার টি.সি-তে দেয়া হয় ;

- বেসরকারি হজ্জযাত্রীবৃন্দ এজেন্সির সাথে চুক্তি অনুযায়ী খাওয়া ও কোরবানীর ব্যবস্থা করবেন ;

- ইচ্ছা করলে প্রত্যেক হজ্জযাত্রী অতিরিক্ত ৩৫০ মাঃ ডলারের সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল সাথে নিতে পারবেন ;

- টিকেট, পাসপোর্ট, বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য জরুরী কাগজপত্র পাওয়ার পর সেগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। এগুলি হারানো বা চুরি গেলে হজ্জে যাওয়া সম্ভব হবে না। টিকেট, পাসপোর্ট এবং ব্যাংক ড্রাফ্ট নম্বর আলাদা নোট-বুকে সংরক্ষণ করা উত্তম ;

- হজ্জযাত্রীগণ প্রয়োজনীয় মালামাল নিজে বহন করতে পারেন এরূপ একটি চামড়া/ক্যানবাসের/রেকসিনের স্যুটকেস সাথে নিতে পারেন। টিনের ট্রাঙ্ক বা স্যুটকেস কোন অবস্থায় হজ্জযাত্রীদের সাথে নিতে দেয়া হবে না। বেশী মালামাল যেমন—কাঁথা,

কম্বল, বালতি, বদনা ইত্যাদি না নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হ'ল। ব্যাগের উপর অবশ্যই নাম, পাসপোর্ট নং এবং ঠিকানা লিখতে হবে ;

- হজ্জযাত্রীবৃন্দ কমপক্ষে ২ সেট এহ্‌রামের কাপড়, ২ সেট পায়জামা-পাঞ্জাবী, ২টি লুঙ্গি, ২টি টুপি, ২টি গেঞ্জি, ২ জোড়া স্যান্ডেল, ২টি তোয়ালে/গামছা সংগে নিবেন। এছাড়া হজ্জের পূর্বে এবং হজ্জ সম্পাদনের পরে পরিধানের জন্য পছন্দ মাফিক পোশাকাদি নেয়া যাবে। তবে মহিলা হজ্জযাত্রীদের সালোয়ার-কামিজ নেয়াই উত্তম ;

- হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থানকালে মনোযোগের সাথে হজ্জ অফিস আয়োজিত প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য হজ্জযাত্রীগণকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ;